হাসাদহ প্রেসক্লাব ও সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে জীবননগরে নবাগত ইউএনওকে ফুলেল শুভেচ্ছা

চুয়াডাঙ্গার জীবননগর উপজেলার নবাগত ইউএনও আরিফুল ইসলামকে রোববার সকাল সাড়ে দশটার সময় হাসাদহ প্রেসক্লাব ও হাসাদহ সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে ।

এসময় হাসাদহ প্রেসক্লাবের পক্ষ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান প্রেস ক্লাব সভাপতি ডিএম মতিয়ার রহমান। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, সাংবাদিক আতিয়ার রহমান,কবির আহম্মেদ,বদরুজ্জামান শ্যামল,আল-আমিন,সুমি প্রধান,আব্বাস উদ্দিন,তাহসান হাবিব শাহজান,এম সবুর আহমেদ,মোতালেব হোসেন,ফটো সাংবাদিক আতিয়ার রহমান প্রমুখ।

একই সময়ে হাসাদহ সাহিত্য পরিষদের পক্ষে নবাগত ইউএনও আরিফুল ইসলামকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান সাহিত্য পরিষদের সাধারন সম্পাদক মোতালেব হোসেন ও সাংবাদিক আতিয়ার রহমানসহ সাহিত্য পরিষদের সদস্যরা।

এসময় নবাগত ইউএনও আরিফুল ইসলাম বলেন,উপজেলার উন্নয়নে সবাই এক সাথে মিলে কাজ করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায় ছয়ঘড়িয়া গ্রামে আলোচিত হত্যাকাণ্ডে গ্রেফতার-৩

চুয়াডাঙ্গায় আলোচিত ছয়ঘরিয়া গ্রামে পার্শ্ববর্তী দর্শনা থানাধীন নুরুল্লাপুর গ্রামের জাহাঙ্গীর হত্যাকাণ্ডের প্রধান আসামি মমিন, জিসান ও লিমন ওরফে লিওন কে গ্রেপ্তার করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ। রবিবার চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নুরনগর মুন্না মোড় এলাকা

থেকে তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়।
গত ২৫ শে মার্চ বেলা দেড়টায় সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন শংকরচন্দ্র ইউনিয়নস্থ ছয়ঘরিয়া গ্রামের সরকারি ওয়াবদা নিয়ন্ত্রিত একটি বালুমহালে দু’টি গ্রুপের আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঘটনাস্থলের পার্শ্ববর্তী দর্শনা থানাধীন তিতুদহ ইউনিয়নের আওয়ামী লীগ নেতা শুকুর আলীর সমর্থক স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা জাহাঙ্গীর আলী কে ছয়ঘরিয়া বালুমহালে একা পেয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের এর একদল উগ্রপন্থী বিপথগামী সমর্থক লোহার রড, লাঠিসোটা দিয়ে নৃশংসভাবে মারপিট করে গুরুতর জখম করে।

ঐ দিনই তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করলে, ঐ দিনই বিকাল সাড়ে চারটার সময় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান। ২৫ শে মার্চ রাতেই চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক নঈম হাসান জোয়ার্দ্দারকে এজাহারনামীয় এক নম্বর আসামি করে ছয়ঘরিয়া গ্রামের মমিন, জিসান, লিমন ওরফে লিওন সহ সর্বমোট ১১ জনকে এজাহারনামীয় আসামি দিয়ে জাহাঙ্গীরের পিতা রঞ্জিত মল্লিক বাদী হয়ে মামলা করেন। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে ধারণা করা হচ্ছে যে, চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন ছয়ঘরিয়া গ্রামে ওয়াবদা নিয়ন্ত্রিত একটি বালিমহালে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ তথা চুয়াডাঙ্গা জেলা আওয়ামী লীগের অঙ্গ সংগঠন জেলা যুবলীগ ও স্থানীয় আওয়ামী লীগের কতিপয় নেতা কর্মীদের মধ্যে পরস্পর বিদ্যমান গ্রুপিং রাজনীতির ফলশ্রুতিতে এ ধরনের একটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে।
মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই ভবতোষ রায় তদন্তকালে মামলার ঘটনায় জড়িত প্রধান আসামি ১। মমিন (৩২) পিতা আনাস উদ্দিন ২। জিসান
(২৮) পিতা মোঃ কামাল হোসেন ওরফে লিটু ৩। লিমন ওরফে লিয়ন (২৫) পিতা আব্দুস সামাদ সর্ব সাং◌ঃ ছয়ঘরিয়া থানা ও জেলাঃ চুয়াডাঙ্গা দের এক গোপন সংবাদের প্রেক্ষিতে গতকাল রবিবার সকাল সাড়ে ছয় টার সময় চুয়াডাঙ্গা পৌরসভাধীন মুন্নার মোড় এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করেন। চুয়াডাঙ্গার আলোচিত এই জাহাঙ্গীর হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় সর্বমোট সাতজনকে গ্রেফতার করা হলো। গ্রেপ্তারকৃত আসামিদের আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় সড়ক দুর্ঘটনায় একজন নিহত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা মহাসড়ক থেকে অজ্ঞাত (৫০) এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ। রোববার সকালে চুয়াডাঙ্গা-জীবননগর মহাসড়কের দর্শনা মা ও শিশু হাসপাতালের সামনে থেকে এই অজ্ঞাত ব্যক্তি এর মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ধারনা করা হচ্ছে রাতে কোন একসময় সড়ক দুর্ঘটনায় সে মারা গেছে।
স্থানীয়রা ও পুলিশ জানায়, রোববার সকালে সড়কের উপর সাদা পাঞ্জাবি ও চেক লুঙ্গি পরা অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মরদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেয় । খবর পেয়ে দর্শনা থানা পুলিশ তার মরদেহ উদ্ধার করে থানা হেফাজতে রাখে।
দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মাহাবুবুর রহমানকাজল জানান, রোববার সকালে খবর পেয়ে অজ্ঞাত (৫০) এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। তার কোন পরিচয় পাওয়া যায়নি। ধারনা করা হচ্ছে রাতে কোন এক সময় সে কোন যানবাহনের ধাক্কায় নিহত হয়েছে বলে ধারনা করছে পুলিশ ।

দর্শনায় করোনাকালীন কর্মহীন অসহায় ২১০ জন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণী

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনায় করোনা কালীন কর্মহীন অসহায় দরিদ্র ২১০ জন মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। আজ রোববার বেলা ১১ টার সময় চুয়াডাঙ্গার দর্শনা অংকুর কেজি স্কুল চত্বরে দর্শনার জন্য আমরা সংগঠন এই খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে।

খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে দর্শনার জন্য আমরা সংগঠনের আহবায়ক মোঃ আনারুল ইসলাম বাবুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহি অফিসার দিলারা রহমান।

দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ (ওসি) মোঃ মাহবুবুর রহমান কাজল সহ দর্শনার জন্য আমরা সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। খাদ্য সামগ্রীর মধ্যে ছিল ৫ কেজি চাল, ২ কেজি ডাল, ২ কেজি আলু ১ লিটার তেল ও ২ টি সাবান।#আহসান হাবীব মামুনঃ মোবাঃ ০১৭২১৯৫২

চুয়াডাঙ্গায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলায় সরোজগঞ্জ বাজার ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমানের নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়।

শনিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা সরোজগঞ্জ বাজার এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় ৩টি প্রতিষ্ঠানকে সর্বমোট ১৫০০/-(এক হাজার পাঁচশত টাকা মাত্র) অর্থদন্ড প্রদান করেন এ সময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান বলেন স্বাস্থ্যবিধি না মানলে সকলকে আইনের আওতায় এনে শাস্তি প্রদান করা হবে ও জরিমানা করা হবে এবং নয় মাইল পশুহাটের স্বাস্থ্য বিধি পর্যবেক্ষণ করেন এবং সাধারণ মানুষদের মাঝে মাস্ক বিতরণ করেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগিতায় করেন মোঃ সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট ও অফিস সহায়ক। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে জানিয়েছেন তিনি।

কার্পাসডাঙ্গায় অবৈধ দোকান উচ্ছেদে তিন দিনের আল্টিমেটাম! ভ্রাম্যমান আদালতের জরিমানা

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা বাজারে সরকারি নির্দেশনা অমান্য করেই চলেছে অবৈধভাবে দোকানঘর নির্মাণ। দোকান ঘর উচ্ছেদে তিন দিনের আল্টিমেটাম ভ্রাম্যমান আদালতের ১৬ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

বুধবার বেলা ৩ টা সময় অভিযান পরিচালনা করেন, উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ। দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ব্রীজ মোড় বাজারে অবস্থিত সরকারি ১ নং খতিয়ানের খাস জমিতে অবৈধভাবে দোকান নির্মাণ এর দায়ে ফার্নিচারের দোকান মালিক জিয়া শেখকে ৫ হাজার টাকা, ফার্মেসি মালিক ইব্রাহিম কে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমান আদালতর। এছাড়াও দুই দোকানদার খবর পেয়ে দোকান বন্ধ করে দ্রুত সটকে পড়ে ।

কার্পাসডাঙ্গা সাইকেল বাজারে অবস্থিত আরো অসংখ্য দোকান আছে পাকা আধাপাকা যেগুলো বন্ধ থাকার কারণে পদক্ষেপ নিতে পারেনি ভ্রাম্যমাণ আদালত। এলাকাবাসি বলেন প্রায়ই স্থানীয় পত্র পত্রিকায় দেখি এই কার্পাসডাঙ্গা বাজার কে ঘিরে সরকারি খাস জমিতে অসংখ্য অবৈধ পাকা দোকানঘর নির্মাণ করতে এবং মাঝেমধ্যে প্রশাসন অভিযান চালালেও এসব ভূমিদস্যুরা প্রভাবশালী হয়ওয়া এলাকায়বাসি বলছে চতুরতার সাথে প্রশাসনের চোখ ফাঁকি দিয়ে দোকান ঘর নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাচ্ছে, দেখা য়ায় স্থানীয় প্রশাসনকে অভিযান চালাতে এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্টভাবে অবৈধ দখলদারদের কে দূর করতে সক্ষম হয়নি উপজেলা প্রশাসন এমনই বক্তব্য স্থানীয় ব্যবসায়ীদের।
স্থানীয় ব্যবসায়ীরা আরো জানায় বাজারের জন্য সরকারি যে জায়গা আছে, সেখানে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যবসায়ীরা এক এক জনে পাঁচ থেকে দশটা করে পাকা দোকান করে বিভিন্ন ব্যাবসায়ীর কাছে বিক্রি করেছে।

স্থানীয় সচেতন মহলের দাবি, প্রশাসন এমন অভিযান অব্যাহত রাখলে হয়তো একসময় এসকল ভূমিদস্যুর হাত থেকে রক্ষা পাবে ঐতিহ্যবাহী কার্পাসডাঙ্গা বাজার। আমাদের প্রত্যাশা জেলা প্রশাসন থেকে শুরু করে উপজেলা প্রশাসন নিশ্চয়ই এটার সঠিক তদন্ত করে অবৈধ ভাবে

সরকারি জমি দখল করে যারা দোকান নির্মাণ করেছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

এসময় উপজেলা সহকারী কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিম ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ জানায়, জেলা প্রশাসনের অনুমতি ব্যতিত যে কয়েকটি দোকান অবৈধভাবে স্থাপন করা হয়েছে -সেগুলো আগামী ৩ দিনের মধ্যে সরিয়ে না নিলে পরবর্তীতে ১৯৭০ আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ কর হবে বিধি (৭)শাস্তি -২ বছরের কারাদণ্ড বিধি (৮)বাজেয়াপ্ত - সমুদয় দোকান ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে।

দামুড়হুদায় কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদায় উপজেলা প্রশাসন এর উদ্যোগে কর্মহীন পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন করা হয়েছে। দামুড়হুদা উপজেলার করোনাকালে অসহায় কর্মহীন হয়ে পড়া ৩১৫ পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

বুধবার কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে, স্বাস্থ্যবিধি মেনে অসহায় কর্মহীন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন উপজেলা প্রশাসন। এসময় উপস্থিত ছিলেন- দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলি মুনছুর বাবু, দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার দিলারা রহমান, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শাহ্ এনামুল করীম ইনু।সহ বিভিন্ন গণ্যমান্য ব্যাক্তিবর্গ।

এসময় উপস্থিত অতিথিরা, বলেন, করোনা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সরকারের দেওয়া সকল ধরনের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে। ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ। কয়েকদিনের ব্যবধানে মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে ।আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল, সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে

ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার।

এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকার জন্য পরামর্শ দেন আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযান এক নারী মাদক ব্যবসায়ী আটক

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এই মাদকবিরোধী অভিযানে চুয়াডাঙ্গায় আয়েশা বেগম নামের এক নারী মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। মঙ্গলবার বিকেলে সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা অভিযান চালিয়ে ৩০ অ্যাম্পুল ভারতীয় বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশনসহ আয়েশা বেগমকে তার বাড়ি থেকে আটক করেন।

আটককৃত আয়েশা বেগম (৬০) চুয়াডাঙ্গা জেলা শহরের বড় মসজিদ পাড়ার মৃত মওলা বক্সের স্ত্রী।

এক বিজ্ঞপ্তিতে চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, গোপণ সংবাদের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৪ টার দিকে সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে আয়েশা বেগমের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। আটককৃত আয়েশা বেগমের শিকারোক্তিতে তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ৩০ অ্যাম্পুল ভারতীয় বুপ্রেনরফাইন ইনজেকশন উদ্ধার করা হয়।

পরে আয়েশা বেগমের বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলাসহ তাকে চুয়াডাঙ্গা সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন

জানান, আটককৃত আয়েশা বেগম এলাকার চিহ্নিত মাদক ব্যাবসায়ী। তার বিরুদ্ধে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। এর আগেও তাকে মাদকসহ আটক করা হয়েছে। তিনি জামিনে মুক্ত হয়ে আবার মাদক ব্যাবসায় শুরু করে। মঙ্গলবার তাকে আটককের পর নিয়মিত মামলাসহ সদর থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযান আটক -১

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। এতে চুয়াডাঙ্গায় লালন মন্ডল নামের এক মাদকসেবির কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। সোমবার সাড়ে ছয় টার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা রেলবাজার মোজাম্মেল হকের পেট্রল পাম্পের পিছনে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ আটক করে তাকে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড প্রদান করা হয়। সাজাপ্রাপ্ত লালন মন্ডল (৪১) চুয়াডাঙ্গা পৌর এলাকার রেলপাড়ার মৃত কপিল মন্ডলের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, সোমবার সন্ধা ৬ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপপরিদর্শক আবুল কালাম আজাদসহ সঙ্গীয় ফোর্স চুয়াডাঙ্গা শহরের বিভিন্ন স্থানে মাদক বিরোধী অভিয়ান চালায়। এসময় রেল বাজার মোজাম্মেল হকের তেল পাম্পের পিছন থেকে গাঁজাসহ লালন মন্ডলকে আটক করে।

পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে লালন মন্ডলকে ৩ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ’ টাকা জরিমানা করেন। সাজাপ্রাপ্ত লালন মন্ডলকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।

চুয়াডাঙ্গার বটতলা বাজারে অবস্থিত মসজিদের সংস্কার কাজে বাঁধা

চুয়াডাঙ্গার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া বটতলা বাজারে অবস্থিত মসজিদের সংস্কার কাজে বাধা এবং নানাভাবে হয়রানি কারার অভিযোগ উঠেছে শফিকুল ইসলাম জান্টুর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় মসজিদের কাজে বাঁধা দেয়ায় ফুঁসে উঠেছে এলাকাবাসিসহ ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা। যে কোন মূল্যে মসজিদের সংসস্কারের কাজ চালিয়ে যাবার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে এলাকাবাসি।

জানাগেছে, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের আকন্দবাড়িয়া বটতলা বাজারে ২০০০ সালের দিকে তৎকালিন সাবেক বেগমপুর ইউপি চেয়ারম্যান আহম্মদ আলী বাজারে আসা মুসল্লিদের আবেদনে ওয়কতিয়া নামাজ পড়ার বন্দবস্ত করেন। তিনি বাজারের দক্ষিণপার্শে ১০ ফুট গর্তবোঝাই করে প্রায় দেড় কাঠা জমির ওপর ছোট একটি নামাজের জায়গা তৈরী করেন। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান একদিনে বা একার সহযোগিতায় গড়ে ওঠে না। সকলের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে। আস্তে আস্তে মুসল্লির সংখ্যা বাড়তে থাকলে ওই স্থানে পাকা মসজিদ নির্মানের উদ্যোগ গ্রহণ করে এলাকাবাসি।

২০০৬ সালের দিকে রাঙ্গিয়ারপোতা গ্রামের হাজি আফসার আলী পিছনের পজিশন হিসাবে সামনে সওজের আংশিক জায়গা এবং আকন্দবাড়িয়া গ্রামের আবুবক্কর সিংহভাগ জমি দান করেন এবং পাকা মসজিদ নির্মানের উদ্দেশ্যে ভিত্তীপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এর পর থেকে ধীরে ধীরে এমপি, জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায় থেকে বরাদ্ধ পেয়ে মসজিদটি গড়ে উঠতে থাকে। এরি মধ্যে বেগমপুর ইউনিয়ন পরিষদ থেকে ছাদ করার জন্য বরাদ্ধ দেয়া হয়। মসজিদ কমিটির সভাপতি আতিয়ার রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানাসহ এলাকাবাসি অভিযোগ করে বলেন, প্রথম যখন কাজ শুরু হয়েছিলো তখনতো দাতা সদস্যরা এবং জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতেই হয়েছে। এখন ছাদের কাজ যেই শুরু হয়েছে তখনি দাতা আফসার আলীর ছেলে শফিকুল ইসলাম জান্টু মসজিদের ছাদ নির্মান কাছে

বাঁধা দেয়া এবং হয়রানি করার জন্য সড়ক ও জনপথ বিভাগে (সওজ) অভিযোগ দেয়াসহ নানাভাবে হুমকি ধামকিও দিচ্ছে।

যার পিতা সরকারি জমি দান করেছে তার ছেলে এসে বাঁধা সৃষ্টি করা এটা হিনমানসিকতা ছাড়া কিছুই না। তারা আরও বলেন, হাজি আফসার আলী নিজে সরকারি জমি দখল করে রেখেছে অথচ মসজিদের কাজে ছেলে দিয়ে কৌশলে কলকাটি নাড়ছে। উপস্থিতিরা প্রত্যয়ব্যাক্ত করে বলেন, মসজিদ আল্লাহর ঘর। যে কোন মূল্যে তা বাস্তবায়ন করব। তবে মসজিদের কাজে বাঁধা সৃষ্টি করায় এলাকাবাসির মধ্যে চরম ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এব্যাপারে আহম্মদ আলী বলেন, প্রতিটি হাট বা বাজারেই নামাজ পড়ার ব্যবস্থা থাকে। কোথাও ছোট আবার কোথাও বড়। এই বাজারের জায়গাটি পেরিফেরি করে সরকারি খাতে আমিই নিয়েছি। এখন সরকার এখান থেকে প্রতিবছর লাখ লাখ টাকা রাজস্ব পাচ্ছে। যারা বাজারে এসে রাজস্ব দিচ্ছেন তারা একটু নামাজ পড়ার জায়গা পাবেন না ? এ বিষয়ে শফিকুুল ইসলাম জান্টুর সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন রিসিভ করেননি।